পুরুষার্থ

[Purusārtha or Values of Human Life]

বেদমূলক ভারতীয় দর্শন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক এবং তা সর্বদা তত্ত্বোপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বৈদিক দৃষ্টিতে জীবনের লক্ষ্য (পুরুষার্থ) ভোগ নয়, ত্যাগ; আসক্তি নয়, বৈরাগ্য বা অনাসক্তি। অমৃত বা মোক্ষলাভ পরমপুরুষার্থ। দর্শন আলোচনা তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়। তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষলাভের উপায়।

পুরুষার্থ কি?

(What is Purusārtha?)

'পুরুষার্থ' শব্দের অর্থ পুরুষ বা মানুষের লভ্য অর্থ বা বিষয়। পুরুষের যা অর্থ বা প্রার্থিত বস্তু, তাই পুরুষার্থ ("পুরুষেণ অর্থতে প্রার্থ্যতে ইতি পুরুষার্থঃ")। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্র গ্রন্থে (৪/১২) বলেছেন ঃ "যস্মিন প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থ-লক্ষণ অবিভক্তত্বাৎ।" অর্থাৎ "যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি হয়, তাহাই পুরুষার্থ। তাহার যে লিপ্সা বা অনুষ্ঠান তাহা অর্থত অর্থাৎ স্বাভাবিক অনুরাগবশত প্রাপ্ত।"[১]

সাধারণভাবে বলা যায়—পুরুষ বা মানুষের যা অভীষ্ট, পুরুষের যা লক্ষ্য, সে যা চায়, যার জন্য সে সচেষ্ট হয়, তাই পুরুষার্থ। পুরুষ বা মানুষের যা পরমকাম্য, যাতে পুরুষ পরমার্থ লাভ করে, তাই পরমপুরুষার্থ।

পুরুষার্থের শ্রেণীবিভাগ

পুরুষার্থ চার প্রকার ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটিকে একত্রে চতুর্বর্গও বলা হয়। সনাতন ধর্ম (বৈদিক ধর্ম) অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য দুটি ঃ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—যাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধ (Values) অন্তর্ভুক্ত। অভ্যুদয় হল ধর্ম, অর্থ ও কাম অথবা বিপরীতক্রমে বললে ইন্দ্রিয়-ভোগ বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা (sense joy) যা অর্থের দ্বারা পরিশীলিত (refined by wealth) ও ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (regulated by law)। অধিকাংশ মানুষ প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ করে। জীবন কিভাবে ভাল হবে

---

১. *পূর্বমীমাংসা দর্শন*, শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩, পৃ. ৯৪।

শুধু বিবেচ্য।**

'ধৃ' ধাতু থেকে 'মন্' প্রত্যয় করে 'ধর্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা'। 'যা বিশ্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে, তাই ধর্ম' ('ধর্ম বিশ্বস্যজগতঃ প্রতিষ্ঠা')।[১] হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে ঃ 'যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম' ('যেন আত্মনঃ তথা অন্যেষাং জীবনং বর্ধনাঞ্চাপি ধৃয়তে স ধর্মঃ')।[২]

ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ

(Characteristics and definition of Dharma)

মনু প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণ

মনু ও অন্যান্যদের মতে, ধর্মের ধারণায় একটি স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য (uniqueness) আছে। ধর্ম ও সত্য অভিন্ন। কিন্তু মনু বলেন, হিংসা বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা ধর্ম পালনে বাধ্য করা উচিত নয়। তাই যে ধর্ম সত্যের সঙ্গে অভিন্ন, তা অহিংসা বলেও কথিত।

ধর্মের এই বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে ভালভাবে মনুসংহিতার নিম্নোক্ত শ্লোকে (৪/১৩৮) ব্যক্ত হয়েছে ঃ

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যম অপ্রিয়ম্
প্রিয়ং চ নানৃতম ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।"

অর্থাৎ "অপরকে আঘাত না করে যা সত্য ও প্রিয় তা বলা উচিত, যদিও অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নয়। প্রিয় হলেও মিথ্যা বলা উচিত নয়—সনাতন ধর্ম একথাই বলে।"[৩]

মনু মনুসংহিতায় (৬/৯২) ধর্মের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্।"

অর্থাৎ "ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (সৎ আচরণ), অস্তেয় (চৌর্যাভাব), শৌচ (দেহ ও মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্রজ্ঞান), বিদ্যা

** *The Hindu View of Life*, S. Radhakrishnan, হিন্দুধর্ম গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৯।
১. "ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা", গোপীনাথ ভট্টাচার্য, *তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪।
২. "হিন্দুধর্ম", অরুণেশ কুণ্ডু, উদ্বোধন ।। ১০০ ।। শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৫।
৩. "The Manu Samhita", V. Raghavan, *The Cultural Heritage of India*, Vol. II, 1969, p. 343.

অভ্যুদয় অর্থাৎ সুখস্বরূপ স্বর্গ ও নিঃশ্রেয়স বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়, তাই ধর্ম।"[৪]

উল্লিখিত সূত্র থেকে নিঃসৃত হয় যে, ধর্ম থেকেই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি হয়। কিন্তু বৈশেষিকসূত্র ভাষ্যকার আচার্য প্রশস্তপাদ তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন ঃ দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান হতে মুক্তি হয়। ফলে সূত্র ও ভাষ্যের মধ্যে বিরোধ হয়। তাই প্রশস্তপাদ বলেছেন ঃ "তৎ চ ঈশ্বর চোদনাভিব্যক্তাদ্ধর্মাদেব"। অর্থাৎ ঈশ্বরের চোদনা বা ইচ্ছা বিশেষ দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্ম হতে মুক্তি হয়। কেবল ষট্ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হতে মুক্তি হয় না। ধর্মই মুক্তির হেতু। ষট্ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ধর্মের কারণ বলে দ্রব্যাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরাভাবে মুক্তির হেতু হয়।

মহাভারতে ধর্ম বলতে কিছু সদাচার বা সুনীতি পালনকে বোঝান হয়েছে। 'নীতিহীন অনুষ্ঠানাদি ক্রিয়া মূল্যহীন' প্রাচীনকালে স্বীকৃত এই নীতি অনুসারে নৈতিক আচরণ সব ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যিক শর্ত। তাই মহাভারতে বলা হয়েছে ঃ "বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করার চেয়ে সত্যকথন অনেকাংশে শ্রেয়।"

গৌতম ধর্মসূত্র গ্রন্থে বলেছেন ঃ কেবলমাত্র যাগযজ্ঞাদি কর্মের চেয়ে আত্মগুণ বলে অভিহিত দয়া ও পবিত্রতার স্থান অনেক উচ্চে। এরূপ ধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলেছেন ঃ "অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, ক্ষান্তি এই নটি ধর্মের সাধন।" ("অহিংসা সত্যম অস্তেয়ং শৌচম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, দানং দমো দয়া ক্ষান্তি সর্বেষাম ধর্মসাধনম্")।[৫]

মীমাংসক জৈমিনি প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণ

মীমাংসক জৈমিনি তাঁর মীমাংসাসূত্র গ্রন্থে ধর্মের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ" (১/১/২)। চোদনা বা বেদবাক্য দ্বারা জ্ঞাপিত কর্মই ধর্ম। অর্থাৎ বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মই ধর্ম। ধর্ম বিষয়ে চোদনা বা বেদবাক্যই প্রমাণ।

মীমাংসক প্রভাকরের মতে "চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ" এই সূত্রে চোদনা বা বৈদিক বাক্য দ্বারা নির্দেশিত অর্থকেই ধর্ম বলা হয়েছে। সূত্রে উল্লিখিত 'অর্থ' শব্দের দ্বারা সব অনর্থ বা অকল্যাণই বারিত হয়েছে। এমনকি বৈদিক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত অনর্থসমূহও বারিত হয়েছে। সুতরাং ঐসব নির্দেশসমূহকে ধর্ম বা নৈতিকদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। যেমন, 'শ্যেনেন অভিচরন্ যজেত' এই বৈদিক বাক্যে বলা হয়েছে—'কেউ যদি তার শত্রুকে হত্যা করতে চায় তাহলে সে শ্যেনযাগ

---

৪. *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, শ্রী শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ, দামোদর আশ্রম, ১৯৮৮, পৃ. ৫৪।

৫. "Philosophy of Values", M. Hiriyanna, *The Cultural Heritage of India*, Vol. III, 1969, p. 647.

সম্পাদন করবে।' কিন্তু যেহেতু নির্দেশিত ক্রিয়া শত্রুকে হত্যার কথা বলে অর্থাৎ হিংসার কথা বলে এবং ফলে তা সুখাধিক দুঃখের জনক হয়, তাই শ্যেনযাগরূপ ক্রিয়া অনর্থ বা অকল্যাণ এবং তাই তা অধর্ম (morally wrong)। শ্যেনযাগ অনর্থ বলেই অধর্ম নয়, কিন্তু এটি এমন অনর্থ যা শাস্ত্রদ্বারা নিষিদ্ধ। তাই প্রভাকরের মতে, বৈদিক নির্দেশ বা চোদনাবাক্য, যা অর্থে উপনীত করে (অনর্থে নয়), তা তাদের কার্য অপূর্ব-এর মাধ্যমে ধর্মের জনক হয়। বৈদিক নির্দেশ বলতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্যকর্মকে বোঝায়। উভয়ক্ষেত্রেই নির্দেশের মধ্যে অনর্থ না থাকলে তা ধর্ম বলে অভিহিত হয়। নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের ক্ষেত্রে সদর্থক অর্থে কোন সদর্থক কল্যাণ বা অর্থ নাই। অর্থাৎ তারা সুখজনক নয়, কিন্তু তারা দুঃখজনকও নয়, এবং এই অর্থে তারা অর্থ অর্থাৎ ধর্ম। যথাযথভাবে এই সব কর্তব্য বা ধর্ম সম্পাদনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তার ফলে তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায় মুক্তিলাভ হয়।

প্রভাকরের মতের বিরোধিতা করে কুমারিল ভট্ট বলেন—যাগাদি কর্ম মাত্রই ধর্ম। তাই ধর্ম বলতে অতীন্দ্রিয় অপূর্বকে বোঝায় না। যাগাদি কর্মই ধর্ম। ধর্ম হল শ্রেয়স্কর অর্থাৎ তা যজমানের পরমপুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স লাভে সহায়ক হয়ে কল্যাণের জনক হয়। এ বিষয়ে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্যকর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয় প্রকার কর্মই শ্রেয়স্কর, তাই ধর্ম। তাই কুমারিল ভট্টের মতে, 'চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ' এই সূত্র চোদনালক্ষণ অনর্থকে বারিত করে না। যেহেতু সমস্ত বৈদিক বাক্য বা নির্দেশই ধর্ম এবং তাই তারা অর্থ, অনর্থ নয়। বৈদিক বাক্যে যে অনর্থের কথা আছে তা কেবল নিবৃত্তিরূপে, এবং তাই তারা নিষেধ-চোদনার বিষয় বা নিষেধরূপ নির্দেশের অন্তর্গত। অনর্থের নিষেধ রূপ যে নির্দেশ তাও অর্থ বা কল্যাণ এবং তাই তা ধর্ম। তাই বেদবাক্য জ্ঞাপিত ধর্মের দুটি রূপ ঃ সদর্থক বৈদিক নির্দেশ বা বিধি-চোদনারূপ ধর্ম সদর্থক কল্যাণ (অর্থ), যেমন বিধিবাক্যের অন্তর্ভুক্ত কল্যাণ। নিষেধ-চোদনারূপ বৈদিক নির্দেশে অনর্থ থেকে নিবৃত্তিকে ধর্ম বলা হয়েছে।[৬]

প্রভাকরের মতে, কেবলমাত্র সেই অর্থ অর্থাৎ ক্রিয়া বা বিষয় যা সুখাধিক দুঃখজনক নয়, তাকে ধর্ম, কর্তব্য বা নৈতিক দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত (morally right) বলা যায়। সব অর্থই নৈতিক দৃষ্টিতে ভাল (morally good) নয়। কেবলমাত্র চোদনালক্ষণ অর্থসমূহ অর্থাৎ সেইসব অর্থ যা শাস্ত্রদ্বারা নির্দেশিত বা জ্ঞাপিত তাই নৈতিক কর্তব্য বা ধর্ম। এমন অর্থ থাকতে পারে, যা লৌকিক বা অশাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে কাম্য, তা ধর্ম নয়। একইভাবে এমন অনর্থ থাকতে পারে, যা লৌকিক দৃষ্টিতে কাম্য

---

৬. *The Ethics of the Hindus*, Susil Kumar Maitra, pp. 83-85 ; 147-148.

নয়, যা সুখাধিক দুঃখের জনক। কিন্তু সেগুলি শাস্ত্রদ্বারা নিষিদ্ধ না হলে নৈতিক দৃষ্টিতে অন্যায় পদবাচ্য নয়। সুতরাং প্রভাকরের মতে, কিছু কিছু অর্থ এবং অনর্থ আছে যেগুলির কোন নৈতিক তাৎপর্য নাই। তাই শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এমন অনর্থ নৈতিক দৃষ্টিতে ন্যায় (right) বা অন্যায় (wrong) কোনটিই নয়। একইভাবে শাস্ত্র দ্বারা নির্দেশিত নয় এমন অর্থও নৈতিক দৃষ্টিতে ন্যায় বা অন্যায় কোনটিই নয়। এটি সম্ভব যে, এমন ক্রিয়া বা বিষয় থাকতে পারে যা অর্থ বা অনর্থ কোনটিই নয়। সেগুলিও নৈতিক দৃষ্টিতে ন্যায়-অন্যায় নিরপেক্ষ (morally neutral)।

শাস্ত্র দ্বারা নির্দেশিত বা জ্ঞাপিত অর্থই ধর্ম। এই সমস্ত নির্দেশ কর্তব্যবোধেই পালনীয়, কোন ফললাভের জন্য নয়। এ কথা বেদ নির্দেশিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্য কর্ম উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু কাম্য কর্মের (conditional duties) ক্ষেত্রে কর্তা শাস্ত্র নির্দেশে নয়, ফললাভের উদ্দেশ্যে চালিত, তাই নৈতিক দৃষ্টিতে সেগুলি কর্তব্য বা ধর্ম নয়। সেগুলি আপাত-কর্তব্য (pseudo-duties), যার একমাত্র কাজ হল ফললাভের উপায়কে নির্দেশ করা, প্রবৃত্তিকে (volition) প্রেরণা দেওয়া (impel) নয়, যা কর্তব্যের প্রকৃত কাজ। তাই যথাযথ অর্থে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মই (unconditional duties) কর্তব্য বা ধর্ম। তা ফললাভের জন্য নয়, কর্তব্যবোধে পালনীয়। নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের প্রেরণা হল শাস্ত্রীয় বিধি, কোন বাহ্য ফললাভ নয়। কেবলমাত্র কর্তব্যবোধেই কৃত ঐ সমস্ত কর্তব্যই ধর্ম বা নৈতিকতা পদবাচ্য। সুতরাং বিধিকে (Imperative) পালন করতে হবে বিধির জন্যই, কোন ফললাভের জন্য নয়। প্রভাকরের মতে বিধি হল প্রবর্তক, নৈতিকভাবে অবশ্য পালনীয় (morally obligatory)। বিধি প্রবর্তনারূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রবর্তক, তাই তা নৈতিক কর্তার ক্রিয়া সম্পাদনে সামর্থ্যকে সূচিত করে। বিধি কর্তাকে কিছু করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু কর্তার তা করার সামর্থ্য নাই, একথা বললে তা হবে নৈতিক ও যৌক্তিকভাবে অবাস্তব। বিধির বাধ্যবাধকতা (ought) থেকে কর্তার সামর্থ্য (can) নিঃসৃত হয় ('Ought implies can')।

প্রভাকরের মতের বিরোধিতা করে কুমারিল ভট্ট বলেন, শাস্ত্র নির্দেশিত সব বিষয় বা ক্রিয়াই অর্থ। তাই সেগুলি নৈতিক কর্তব্য বা ধর্ম। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্র অনর্থের নির্দেশ দিতে পারে না। চোদনা বা শাস্ত্রীয় নিয়ম বিধি ও নিষেধ ভেদে দুপ্রকার। বিধি সদর্থক নির্দেশকে বোঝায়, এবং তাকে কর্তব্যরূপে পালন করতে বলে। নিষেধ অনর্থকে বোঝায় এবং শাস্ত্র তা থেকে নিবৃত্তির কথা বলে। প্রভাকরের মতে এসব অনর্থ শাস্ত্রদ্বারা নির্দেশিত। কিন্তু কুমারিল বলেন, এসব অনর্থ হল যা থেকে শাস্ত্র নিবৃত্তির কথা বলে। ঐ অনর্থসমূহ অধর্ম, নৈতিক দৃষ্টিতে অকল্যাণ বা অন্যায়

(আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।" যে ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি বর্তমান, অর্থাৎ যিনি এই গুণগুলি অর্জন করেছেন তিনিই ধার্মিক।

মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মের বিভিন্ন লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মনুসংহিতায় (২/১) বলা হয়েছে—

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মঃ তৎ নিবোধত"।।

অর্থাৎ "যাঁরা রাগদ্বেষের বশীভূত নন, যাঁরা রাগদ্বেষের উর্ধ্বে বিচরণ করেন, তাঁদের হৃদয়ের অনুজ্ঞা যে কার্য অনুমোদন করে তাই ধর্ম।" ধর্মবিচার, কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে রাগদ্বেষশূন্য ব্যক্তি যুক্তি বা মননের দ্বারা যা অনুমোদন করেন তাই ধর্ম।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২/১২) আবার বলা হয়েছে—"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতৎ চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্"।। অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতি, সদাচার এবং "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ"—এই চারটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বা প্রমাণ। বেদ ও স্মৃতি যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে প্রমাণ, তেমনি বিদ্বান ও সাধুব্যক্তিদের অনুমোদিত যে আচার বা সদাচার তাও ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ। "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ"-এর দ্বারা বলা হয়েছে—"নিজের আত্মার কাছে যা প্রিয় বা গ্রহণীয় তাই ধর্ম"। অর্থাৎ বিদ্বান ও সাধুব্যক্তি যাঁরা রাগদ্বেষশূন্য, তাঁদের হৃদয় যাতে প্রবৃত্ত হয় তাই ধর্ম। একথা বলার দ্বারা বোঝা যায়—মনুসংহিতা নীতি ধর্মের জটিল সমস্যার সমাধানে "সবিচার মনন" এবং "নির্বিচার মনন" বা "নির্বিতর্ক সহজ স্বচ্ছদৃষ্টি" দুটিকেই গ্রহণ করেছেন। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বলেছেন—"নীতি ধর্মের জটিল সমস্যায় মানুষের নির্বিতর্ক সহজ স্বচ্ছদৃষ্টিও সাহায্য করতে পারে—'স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ' এই শ্লোকাংশে তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দেবতাসুলভ অতিমানবীয় মননশক্তির দ্বারা সমাধান যা পাশ্চাত্যে রিচার্ড হেয়ার প্রভৃতি দার্শনিকেরা গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে মননবর্জিত প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যেও সমস্যা সমাধান সম্ভব এই মতবাদের সমর্থক দার্শনিকদের সংখ্যা কম নয়। এখানে (মনুসংহিতায়) দুটিকেই স্থান দেওয়া হয়েছে।"*

মহর্ষি কণাদ প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণ

বৈশেষিকসূত্র প্রণেতা মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থে ধর্মের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ" (১/১/২)। অর্থাৎ "যা হতে অভ্যুদয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভ হয়, তাই ধর্ম।" অথবা "যা হতে

* "রামায়ণের রাম ও মহাভারতের কৃষ্ণ"—বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, *দেশ পত্রিকা*।

এটিই তাদের কাম্য। তাই তাদের কাছে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হয়। খুব অল্পসংখ্যক মানুষই নিবৃত্তি মার্গের অনুসারী। যাঁরা নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করেন তাঁরা মোক্ষ বা মুক্তিকে পরমপুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেন।

এর থেকে বোঝা যায়, সনাতন ধর্ম ছিল খুবই বাস্তবমুখী ধর্ম। ভারতীয় ধর্ম কেবল অন্য জগৎ কেন্দ্রিক নয়, ইহজগৎ কেন্দ্রিকও। সেখানে ধর্ম মানুষের কাছে কেবল পরলোকে স্বর্গের কথাই বলে না, এই জগতেও স্বর্গের কথা, সর্বোদয় সমাজের কথা বলে, যেখানে সকলে সুখজনক ও লাভজনকভাবে জীবনযাপন করতে সমর্থ হবে। মনু বলেছেন ঃ "ধর্মই ইহজগতে অভ্যুদয় (উন্নতি) সুনিশ্চিত করে এবং অন্য জগতে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিকে সুনিশ্চিত করে।"[২]

ভারতীয় শাস্ত্রে সাধারণত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরুষার্থ বা মূল্য (Values) বলে গণ্য করা হলেও কখনও কখনও এদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কারও কারও মতে, ধর্ম ও অর্থই শ্রেষ্ঠ; অন্য মতে, কাম ও অর্থ; আবার কারও কারও মতে, কেবল ধর্মই শ্রেষ্ঠ; তথাপি অন্য মতে, কেবল অর্থই কাম্য। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত হল যে, অভ্যুদয় বলতে ধর্ম, অর্থ ও কামকেই বোঝায় এবং তিনটি মিলিতভাবে অভ্যুদয় লাভে সহায়ক হয়। এই মতে, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলা হয়। যেমন, রামায়ণ ও মহাভারতে প্রায়শই ধর্ম, অর্থ ও কামকেই পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর থেকে এ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে, চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ সে সময় মানুষের কাছে জ্ঞাত ছিল না। কেননা রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে মোক্ষও পুরুষার্থ রূপে উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুত মোক্ষ-এর আদর্শ অন্তত উপনিষদের মতই প্রাচীন। সাধারণ মানুষ, যারা পরমপুরুষার্থ মোক্ষ-এর ব্যাপারে তত আগ্রহী নয়, তাদেরকে লক্ষ্য করেই শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার ধরনের মূল্যবোধের কথা বলেছেন। এগুলিকেই বলা হয়েছে পুরুষার্থ।[৩]

---

২. "Introduction", Bharatratna Bhagavan Das, *The Cultural Heritage of India*, 1969, IV, p. 14.

৩. "Philosophy of Values", M. Hiriyanna, *The Cultural Heritage of India*, Vol. III, pp. 645-646.

পুরুষার্থ ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ

ধর্ম ঃ বৈদিক সমাজ ও বৈদিক সমাজের নৈতিক নিয়মসমূহের ভিত্তি হল ধর্মনীতি। ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্মকে প্রথম পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন হল ঃ ধর্ম কি? প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত ধর্ম ও পাশ্চাত্যের religion এক নয়। পাশ্চাত্যে religion বলতে বিশেষ কিছু বিশ্বাস ও আচরণকে বোঝায়। যেমন, ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রার্থনা, ঈশ্বরের গুণকীর্তন, গীর্জায় পাদ্রির আলোচনা শোনা প্রভৃতি religion-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম বলতে এমন কিছু সুনীতি বা সদাচারকে বোঝায় যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অবশ্য পালনীয়। পাশ্চাত্য religion-এর ভিত্তি ঈশ্বর বিশ্বাস। কিন্তু ভারতে ধর্মাচরণ মানে কিছু আচার-আচরণ, সুনীতি ও সদাচার পালন। সেখানে ঈশ্বর বিশ্বাস থাকা আবশ্যিক নয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ঈশ্বরবিহীন ধর্ম। সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনও নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু এ সমস্ত সম্প্রদায়ে ধর্মের মূল কতকগুলি সুনীতি ও সদাচার অবশ্য পালনীয়, যা মোক্ষ বা মুক্তিলাভে সহায়ক।

ভারতীয় শাস্ত্রে, 'ধর্ম' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করা হয়েছে। 'ধৃ' ধাতু থেকে 'মন্' প্রত্যয় করে 'ধর্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা'। 'যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে, তাই ধর্ম' ('ধর্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা')। অর্থাৎ ধর্মের অভাবে জগতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটত।[৪] ভারতে মানুষের সমগ্র জীবনটাই ছিল ধর্মাচরণ এবং জীবনের লক্ষ্য ছিল জগতের সব কিছুতে চেতন সত্তার উপলব্ধি করে মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া। ধর্ম মোক্ষ লাভে সহায়ক। তাই পুরুষার্থের পরিকল্পনায় ধর্ম প্রধান ও মূলভিত্তিরূপে স্থান পেয়েছে। ধর্ম মানুষের শ্রেষ্ঠ সহচর ও তার পূর্ণতা ও আনন্দের চিরন্তন উৎস।

ধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে মনু বলেছেন ঃ মানুষের এমন কোন ক্রিয়া নাই যা কাম (desire) থেকে উদ্ভূত নয়; কিন্তু কেবল কামের দ্বারা চালিত ক্রিয়া প্রশংসনীয় নয়, যেহেতু কাম তমোগুণেরই প্রকাশ। তাই কামকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ যাতে সম্যকভাবে ক্রিয়া করতে সমর্থ হয়, সেজন্যই ধর্মের উপস্থাপনা। এই ধর্মের পূর্ববর্তী হল ঋগ্বেদের ঋত অর্থাৎ নৈতিক নিয়মের (moral order) ধারণা। ধর্ম নৈতিক নিয়মের মত নিয়ন্ত্রকের কাজ করে। যে সমাজ ধর্মের

---

৪. "ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা", গোপীনাথ ভট্টাচার্য, তত্ত্ব ও *প্রয়োগ*, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪।